দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ APR 8 1999
পৃঃ ৩ কলাম ৩

120

মাঠ পর্যায়ে নেতাকর্মীরা দলছুট ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ হয়ে পড়েছে

আবদুল মালেক ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা দলছুট ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ছাত্রদলকে টিকিয়ে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ জরুরী হয়ে পড়েছে। দলের নিরীহ নেতাকর্মীরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী প্রায় ১৬ হাজার। চট্টগ্রামের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে এবং জাতীয় রাজনীতিতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। ৯০-এর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। সে সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একটি দুর্গ হিসেবে খ্যাত ছিল। ছাত্রদলের এই অগ্রযাত্রায় ধস নামে ১৯৯৪ সালে। সে বছর সন্ত্রাসীদের হাতে দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মুছা নিহত হলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় এবং ছাত্রদলের রাজনীতিতে নেমে আসে স্থবিরতা। তৎকালীন কেন্দ্রীয় নেতা ইফতেখার হোসেন মহসিন ও চাকসু এজিএস মাহবুবের রহমান শামী সংগঠনকে চাঙ্গা করার চেষ্টা চালান। তাদের ছাত্রত্ব শেষ হলে ১৯৯৭ সালে আবদুল্লাহ আল মামুনকে সভাপতি ও আবুল কাশেমকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। দায়িত্ব নেয়ার মাত্র ৩ মাসের মাথায় আবুল কাশেম এবং গত বছর প্রথমার্ধে মামুন ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। এরপর কোন কমিটি নবায়ন হয়নি। বিগত দুই বছর ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের উল্লেখযোগ্য কোন সাংগঠনিক তৎপরতা দেখা যায়নি। জাতীয় রাজনীতি এবং ক্যাম্পাস পরিস্থিতিতে নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে দলের নেতাকর্মীরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল ক্যাম্পাসে, আরেক দল শহরের কর্তৃত্ব করছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছাত্রলীগের, আবার কেউ কেউ ছাত্রশিবিরের আশীর্বাদপুষ্ট বলে অভিযোগ রয়েছে। বিগত দু'বছর যাবত ক্যাম্পাসে শিবির-ছাত্রলীগ দফায় দফায় সংঘর্ষ, ৪ জন ছাত্র খুন, প্রশাসনে দলীয়করণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপহার দেয়া বাস থেকে দেশনেত্রী বেগম জিয়ার নাম মুছে ফেলা, সন্ত্রাস কবলিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়াবহ সেশনজট, ছাত্রলীগ কর্তৃক হল দখল প্রভৃতি পরিস্থিতিতে প্রধান বিরোধীদলের একটি প্রতিনিধিত্বশীল ছাত্র সংগঠন হিসেবে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সুনির্দিষ্ট কোন বক্তব্য ও অবস্থান থেকে ছাত্রদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। প্রতিবছর বিভিন্ন কলেজ থেকে হাজার হাজার ছাত্রদল কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। কিন্তু তাদেরকে সংগঠিত করার কোন উদ্যোগ এ পর্যন্ত দেখা যায়নি। ফলে মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা হতাশ হয়ে পড়েছে। অনেকে ইতোমধ্যে ছাত্রলীগ ও শিবিরের নেতৃত্বে চলে গেছে। এই অবস্থায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের রাজনৈতিক অবস্থান সুস্পষ্ট ও অগ্রযাত্রা বেগবান করার জন্য কেন্দ্রীয় হাইকমান্ডের হস্তক্ষেপ জরুরী হয়ে পড়েছে। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে এখানে ছাত্রদলকে খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।